ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৮

২৭ অক্টোবর ২০১৩
তারিখ ঃ ----------
১২ কার্তিক, ১৪২০

বিশেষায়িত ব্যাংক ব্যতীত বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর নিযুক্তি ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত বিধি বিধান প্রসঙ্গে।

ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ এবং আমানতকারীদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অন্যতম দায়িত্ব। সুশাসনের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ব্যাংক-কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে এবং তাঁর দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিভাজনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা দেয়া হলো ঃ

অ) প্রধান নির্বাহী নিযুক্তির বিধানাবলী ঃ-

১। চারিত্রিক সংহতিঃ প্রধান নির্বাহী পদে নিযুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে এ মর্মে সন্তুষ্ট হতে হবে যে,-

ক) তিনি কোনো ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হননি।

খ) তিনি কোনো নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের বিধিমালা, প্রবিধান বা নিয়ামাচার লংঘনজনিত কারণে দণ্ডিত হননি।

গ) তিনি এমন কোনো কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন না যার নিবন্ধন অথবা লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

২। অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ততাঃ

ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিযুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাংকিং পেশায় সক্রিয় কর্মকর্তা হিসেবে কমপক্ষে ১৫ (পনের) বছরের এবং ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর অব্যবহিত পূর্ববর্তী পদে কমপক্ষে ০২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

খ) তাঁকে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফিন্যান্স কিংবা ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ) চাকুরীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উন্নত রেকর্ডের অধিকারী হতে হবে।

ঘ) তিনি কোনো কোম্পানীর চেয়ারম্যান/পরিচালক/কর্মচারী থাকাকালীন স্বীয় পদ হতে বরখাস্তকৃত হননি -মর্মে সন্তুষ্ট হতে হবে।

ঙ) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো পরিচালক বা ঐ ব্যাংকে ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত রয়েছে এমন ব্যক্তি প্রধান নির্বাহী পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন না।

৩। স্বচ্ছতা ও আর্থিক সংহতি ঃ প্রধান নির্বাহী নিয়োগের পূর্বে এ মর্মে আরও সন্তুষ্ট হতে হবে যে,-

ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যাংকিং কিংবা স্বীয় পেশায় দায়িত্ব পালনকালে কোনরূপ অবৈধ কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন না।

খ) তিনি পাওনাদারের প্রাপ্য পরিশোধ বন্ধ করেননি কিংবা পাওনাদারের সাথে আপোস রফার মাধ্যমে পাওনা আদায় হতে অব্যাহতি লাভ করেননি বা তিনি ঋণ খেলাপী নন।

গ) তিনি কর খেলাপী নন।

ঘ) তিনি কোনো সময় আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হননি।

৪। বয়স সীমা ঃ কোনো ব্যক্তির বয়স ৬৫ (পয়ষট্টি) বছর অতিক্রান্ত হলে তিনি কোনো ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

৫। নিয়োগের মেয়াদ ঃ প্রধান নির্বাহীর নিয়োগের মেয়াদ হবে অন্যূন ৩(তিন) বছর, তবে তিনি পুনঃনিয়োগযোগ্য হবেন। প্রার্থীর বয়স যদি ৬৫ বছর অতিক্রান্ত হতে ৩(তিন) বছরের কম সময় থাকে তবে সেক্ষেত্রে উক্ত সময়ের জন্যও তাঁকে নিয়োগ করা যাবে।

৬। বেতন ভাতাদি নির্ধারণে অনুসরণীয় নীতিমালা ঃ ব্যাংকে প্রধান নির্বাহীর বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ ও এতদ্সম্পর্কিত প্রস্তাব বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণীয় ঃ-

ক) প্রধান নির্বাহীর বেতন-ভাতাদি নিরূপণে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা, কর্মকান্ডের ব্যাপকতা, ব্যবসার পরিমাণ ও উপার্জন ক্ষমতা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতা ও অতীত কর্ম সফলতা, বয়স ও অভিজ্ঞতা এবং সমপর্যায়ের অন্যান্য ব্যাংকে অনুরূপ পদে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে প্রদত্ত বেতন-ভাতাদি বিবেচনায় আনতে হবে;

খ) "মূলবেতন" ও "বাড়িভাড়া" খাতে প্রত্যক্ষ বেতন এবং "অন্যান্য" খাতে ভাতা সমন্বয়ে মোট বেতন নিরূপণ করতে হবে। "অন্যান্য" খাতে উল্লেখিত ভাতার (যেমনঃ-প্রভিডেন্ড ফান্ড, ইউটিলিটি বিল, লীভ-ফেয়ার অ্যাসিস্টেন্স) সুনির্দিষ্ট পরিমাণ/সীমা থাকবে। এছাড়া প্রদেয় অন্যান্য সুবিধাদি (যেমনঃ-গাড়ী, জ্বালানী, ড্রাইভার), যতদূর সম্ভব, অর্থমূল্যে রূপান্তরপূর্বক মোট মাসিক বেতন নির্ধারণ করে তা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত প্রস্তাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রস্তাবে মূলবেতন, বাড়ীভাড়া, উৎসব ভাতা, অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদি (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে) খাতে টাকার অংক উল্লেখ থাকতে হবে;

গ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মুখ্য আর্থিক সূচক যথা- CAMELS এর উন্নতি সাধন ব্যতিরেকে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রদানযোগ্য হবে না।

ঘ) চাকুরীর শর্তে উল্লেখিত চাকুরীর মেয়াদকালে বেতন-ভাতাদির শর্ত পরিবর্তন করা যাবে না। নবায়নের ক্ষেত্রে কর্ম-উৎকর্ষতা বিবেচনায় বেতন পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব করা যাবে;

ঙ) খ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বেতন-ভাতাদি এবং অন্যান্য সুবিধাদি ছাড়া প্রধান নির্বাহী অন্য কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুবিধা (যেমনঃ- লভ্যাংশ, কমিশন, ক্লাবের জন্য খরচ ইত্যাদি) পাবেন না;

চ) প্রধান নির্বাহীর অনুকূলে ব্যাংক কোনো আয়কর প্রদান করবে না অর্থাৎ নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে আয়কর প্রদান করতে হবে।

৭। উৎসাহ বোনাস ঃ ব্যাংকের সাধারণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে উৎসাহ বোনাস প্রদান সাপেক্ষে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী উৎসাহ বোনাস প্রাপ্য হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান নির্বাহীর অনুকূলে প্রদেয় ঐরূপ বোনাস বছরে ১০(দশ) লক্ষ টাকার বেশী হবে না।

৮। পর্ষদ সভায় উপস্থিতির জন্য সম্মানী প্রদান ঃ প্রধান নির্বাহী ব্যাংকের বেতনভুক কর্মকর্তা বিধায় পর্ষদ বা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত কোনো কমিটির সভায় উপস্থিতির জন্য কোনো সম্মানী পাবেন না।

৯। মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঃ প্রধান নির্বাহীর পুনঃনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে চেয়ারম্যান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে।

১০। বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ঃ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ধারা ১৫ এর উপধারা (৪) ও (৫) এর বিধান অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী নিযুক্তির পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক এর লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এরূপ অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্তে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, নিয়োগের শর্তাবলী (প্রদেয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বেতন-ভাতাদি ও সুবিধাদির উল্লেখসহ) এবং পর্ষদের অনুমোদনের অনুলিপি বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে। উক্ত পদের জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে 'পরিশিষ্ট-ক' ও 'পরিশিষ্ট-খ' অনুযায়ী ঘোষণাপত্রও বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে।

১১। প্রধান নির্বাহী নিযুক্তির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং ঐরূপে নিযুক্ত প্রধান নির্বাহীকে বাংলাদেশ ব্যাংক এর পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে তার পদ হতে বরখাস্ত, অব্যাহতি বা অপসারণ করা যাবে না।

আ) <u>প্রধান নির্বাহীর দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা</u> ঃ-

ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, নিম্নোক্তরূপ দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন ঃ

ক) পর্ষদ কর্তৃক অর্পিত আর্থিক, ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা মোতাবেক প্রধান নির্বাহী স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন। ব্যাংকের ব্যবসায়িক পরিকল্পনার দক্ষ বাস্তবায়ন এবং সুষ্ঠু প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা দ্বারা আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তিনি জবাবদিহি করবেন।

খ) প্রধান নির্বাহী ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধানের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করবেন।

গ) পরিচালনা পর্ষদ ও পর্ষদ কর্তৃক গঠিত কোনো কমিটির সভায় ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃক স্মারক উপস্থাপনকালে উত্থাপিত কোনো বিষয়ে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানের ব্যত্যয় ও লংঘন থাকলে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রধান নির্বাহী কর্তৃক স্মারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) প্রধান নির্বাহী ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ বা অন্য কোনো আইন/বিধি লংঘন বিষয়ক তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রদান করবেন।

ঙ) প্রধান নির্বাহীর দুই ধাপ অধঃস্তন ব্যতীত অন্য সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রধান নির্বাহীর উপর ন্যস্ত থাকবে। পর্ষদের অনুমোদিত মানব সম্পদ নীতি ও জনবল মঞ্জুরীর ভিত্তিতে চাকুরীবিধি মোতাবেক প্রধান নির্বাহী এ সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

চ) প্রধান নির্বাহীর দুই ধাপ অধঃস্তন ব্যতীত অন্য সব স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বদলী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রধান নির্বাহীর উপর ন্যস্ত থাকবে, যা তিনি ব্যাংকের অনুমোদিত চাকুরীবিধি অনুযায়ী প্রয়োগ করবেন। তাছাড়া পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত মানবসম্পদ নীতির আওতায় প্রধান নির্বাহী প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন দিবেন।

এই সার্কুলারের নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে। এই সার্কুলার কার্যকর হওয়ার পর থেকে ৩ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৫, ১৪ অক্টোবর ২০০২ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৭, ১৬ মার্চ ২০০৩ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৬, ০১ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৩, ০২ মার্চ ২০০৮ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৩ এবং ২০ এপ্রিল ২০১০ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৬ বাতিল বলে গণ্য হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(সাইফুল ইসলাম)
উপ মহাব্যবস্থাপক
ফোন-৯৫৩০১৫৫

পরিশিষ্ট-ক

ঘোষণাপত্র

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে- ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৫ ধারার উপ-ধারা (৬) এ বর্ণিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততা, ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর অন্যান্য বিধানাবলী এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৭ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৮ এর বিধান অনুযায়ী আমি ব্যাংক-কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য। আমি আরও ঘোষণা করছি যে-

ক) আমার অন্যূন ১৫(পনের) বৎসরের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা রয়েছে;

খ) আমি কোনো আদালত কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইনি কিংবা কোনো জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলাম না বা জড়িত নই;

গ) কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় আমার সম্পর্কে আদালতের রায়ে কোনো বিরূপ পর্যবেক্ষণ/মন্তব্য নেই;

ঘ) আমি কখনো আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোনো নিয়ামক সংস্থার বিধিমালা, প্রবিধান বা নিয়ামাচার লংঘনজনিত কারণে দণ্ডিত হইনি;

ঙ) আমি এমন কোনো কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলাম না, যার নিবন্ধন/লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে;

চ) আমার নিজের কিংবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনো খেলাপী ঋণ নেই;

ছ) আমি কখনো কোনো আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইনি;

জ) আমি অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নই;

ঝ) আমাকে কখনো কোনো কোম্পানী বিশেষতঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, চেয়ারম্যান বা পরিচালক পদ হতে অপসারণ করা হয়নি;

ঞ) আমি ব্যক্তিগতভাবে অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান অথবা অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কর খেলাপী নই।

তারিখঃ

স্বাক্ষর ঃ

( )

প্রতিস্বাক্ষর ঃ ( )
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
..... ব্যাংক লিঃ

পরিশিষ্ট-খ

গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র

আমি, নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, ---------- ব্যাংক লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত হলে, দায়িত্ব পালনকালে আমার বিবেচনার্থে উপস্থাপিত কোনো বিষয় অথবা আমার গোচরীভূত কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করবো না। তবে, আমার দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যক হলে অথবা প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী বাধ্য হলে অথবা পর্ষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেই কেবলমাত্র তা প্রকাশ করবে।

স্বাক্ষর ঃ ( )

তারিখ ঃ

নাম ঃ

সাক্ষীঃ

১।

২।